

# বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ফতোয়াবাজ ও জঙ্গী মৌলবাদবিরোধী সচেতন নাগরিক সমাজের স্মারকপত্র

তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০০৬

মাননীয় সভানেত্রী,  
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পাঁচ দফা 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষরের ঘটনায় বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। আমরা মনে করি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীচক্রের সঙ্গে যুক্ত একটি উগ্র মৌলবাদী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদীরা এদেশে কোরণ, সুন্নাহ ও শরিয়াভিত্তিক ফতোয়ার আইন জারির মাধ্যমে বাংলাদেশকে মোল্লা উমরদের আফগানিস্তানের মতো ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ গত পাঁচ দশকেরও অধিককাল বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী একটি গণতান্ত্রিক দল। মৌলবাদের অবস্থান ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে।

'৭১-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, পাকিস্তানের মতো 'ইসলামী' শাসনব্যবস্থা কয়েকের জন্য নয়। স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলেছেন— "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দিবার মত ক্ষমতা নেই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে বেঙ্গমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।"

বঙ্গবন্ধু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বর্তমান বিশ্বে খুব কম নেতাই তা পেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ জীবন দান করেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি শোষণমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের ৫ দফা সমঝোতা স্মারক ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে আমরা মনে করি।

৫ দফা সমঝোতা স্মারক সম্পর্কে ১৪ দলের অন্যান্য শরিক ও নাগরিক সমাজের ভেতর তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে সব সাফাই ও যুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, সনদবিহীন মূখ্য মোল্লাদের ফতোয়ার নির্ধারিত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য সনদপ্রাপ্ত হাক্কানি আলেমদের ফতোয়ার আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— শায়খুল হাদিস আজিজুল হক, মওলানা হাবীবুর রহমান বা মুফতি শহীদুল ইসলামরা সবাই সনদপ্রাপ্ত আলেম। জঙ্গী মৌলবাদের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শায়খ আবদুর রহমানরাও মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত আলেম। আওয়ামী লীগ কি ক্ষমতায় গিয়ে এ ধরনের আলেমদের ফতোয়া প্রদানের অধিকার দিয়ে আইন পাশ করবে? সেক্ষেত্রে ফতোয়াকে অবৈধ বলে উচ্চতর আদালত যে রায় দিয়েছে তার কী হবে? শাইখুল হাদিসরা জাহানারা ইমাম থেকে শুরু করে আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন ও শাহরিয়ার কবিরদের 'মুরতাদ' ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়েছেন। শাইখুল হাদিসদের শরিয়াভিত্তিক আইন অনুযায়ী মুরতাদদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

খেলাফত মজলিসের মতো ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। এ সব দলে হাজার হাজার সনদপ্রাপ্ত আলেম আছেন। জাহানারা ইমাম ও আহমদ শরীফদের মুরতাদ ঘোষণার বিষয়ে তারা একমত হলেও কোরণ হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের ভেতর যোজনপ্রমাণ ফাঁক রয়েছে। কোরাণের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ব্যাখ্যা শায়খুল হাদিস-আমিনী-হাবিবুররা একভাবে করেন আবার জামাত নেতা নিজামী-সাদ্দীরা আরেকভাবে করেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে কার ফতোয়া গ্রহণ করবে? বাংলাদেশে সেকুলার বিচার বিভাগের সমান্তরাল শরিয়া আদালত ও ফতোয়ার বিধান এদেশের সচেতন নাগরিকরা কোন অবস্থায় মেনে নেবেন না। কারণ ফতোয়া যিনি বা যাঁরাই দিন না কেন তা আমাদের প্রচলিত আইন, সংবিধান ও জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পরিপন্থী।

বাংলাদেশের পেনাল কোড ও সংবিধানে ধর্মের অবমাননাকারীদের শাস্তির সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানেও একই ভাষায় পেনাল কোডের একই ধারা কার্যকর রয়েছে। তারপরও পাকিস্তানে মোল্লাদের চাপে ব্লাশফেমি আইন পাশ করে নবী রসুলের সমালোচনার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। পাকিস্তানে ব্লাশফেমি আইনের প্রধান শিকার হচ্ছেন সেখানকার মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, খৃস্টান ও আহমদীয় মুসলিম সম্প্রদায়। পাকিস্তান ছাড়া মুসলিমপ্রধান অন্য কোন দেশে ব্লাশফেমি আইন নেই। খেলাফত মজলিসের ৫ দফা চুক্তির শেষ দফাটি ব্লাশফেমি আইন প্রবর্তনের অঙ্গীকার ছাড়া আর কিছু নয়।